উৎসবের আগে

দেবাশিস দাস

সকালে অফিস যাওয়ার মুখে টের পায়নি রণিতা, একদম টের পায়নি, তার বাঁ পায়ের চটির স্ট্র্যাপটা যে পুরোপুরিই একটা বিপদসীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারাদিন বসাকাজে অফিসেও কোনো বিপত্তি হয়নি, এমনকি একলাফে অফিস ফেরৎ বাসে ওঠার সময়ও। অথচ, এখন বাস থেকে নেমে মাটিতে পা দেওয়ামাত্রই টের পেল 'ফটাস্' করে স্ট্রাপটার একদিক ছিঁড়ে গেল বেমালুম। ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা পঁয়ত্রিশ। এখনও এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করলে, এ জায়গাটা তার কাছে নতুন হলেও, একটা মুচি হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু হাতে সে সময়ও নেই। এমনিতেই আজ এখানে আসতে বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেছে। জ্যামে পড়েছিল শেষ মুহূর্তে তার বাস, নয়তো হিসেবমতো সাতটা কুড়ি-পঁচিশের ভেতরেই রোজ পৌঁছে যায় রণিতা এখানে। তারপর মিনিট পাঁচেক গলির ভেতর হাঁটা।

এটা অবশ্য তার বাড়ি ফেরার রাস্তা নয়। একটু ঘুরতি পথেই কাজের খাতিরে সপ্তাহে তিন দিন তাকে এখানে নামতে হয়। বাসস্টপে নেমে বাঁ হাতে গলিতে বেশ কিছুটা ঢুকতে হয় তাকে টিউশনী করার জন্য। মাস ছয়েকের নতুন টিউশনী এটা, এখনও পাড়াটার সবকিছু তাই ভালভাবে চেনা হয়নি তার। অথচ, এ অল্প ক'দিনেই আসা যাওয়ার পথের ধারে কখন যেন অজান্তে মনেমনে ভালোলাগা হয়ে গেছে একজনকে। ভারি স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মেয়ে সে ছোটবেলা থেকেই। সেই স্কুল পড়ুয়া বয়স থেকেই তার হাতে আসা কাঁচা হাতের লেখায় অথবা একটু বড় হয়ে ফুল-পাখির ছবি আঁকা যাবতীয় প্রেমপত্রগুলিকে সে ভাঁজ করে করে রেখে দিয়েছে সযত্নে। কখনও কোন উত্তর দেয়নি। এমনকি কলেজ টপকে যেতে যেতেও সতীর্থরা প্রেম প্রেম খেলাগুলিকে তার প্যান প্যানানীই মনে হয়েছে বার বার। অথচ আজ এই বিগত ছ'মাস যাবৎ যতোবার সে এই বাসস্টপে নেমেছে, ততোবারই কেন জানিনা মুহূর্তে পায়ে পা জড়িয়ে গেছে তার। আজ এতটা কাল কৈ এভাবে কেউ তো রণিতার মনে কখনো দোলা দিয়ে যায়নি। ভালোলাগা মানুষটার মুখমনে পড়তেই একরাশ লজ্জা এসে এখন ঘিরে ধরে রণিতাকে। আজ বাসস্টপে সে ছিল না। তার দেরী দেখে হয়তো ফিরে গেছে দোকানে। ছিঃ! সত্যি, চটিটা ছেঁড়ার আর সময় পেল না? এখন কীভাবে লেংচে লেংচে যাবে ওর সামনে দিয়ে? মুখ টিপে টিপে হাসবে হয়তো। ম্লান মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একবার ভাবে রণিতা, ধূর! যাবো না। উল্টোদিকের ফুট থেকে বাস ধরে বরং ঘরে ফিরে যাই।কাল না হয় একবার আসা যাবে। তারপর ভাবে, না, তা কী করে হয়? দীপা মেয়েটা পড়াশুনায় ভালো। কিন্তু সামনেই মাধ্যমিকের টেস্ট ওর, আর শুতেই ইংরেজি। রণিতার দেখানো দু'টো সাবজেক্টের মধ্যে ওটা বিশেষ একটা। টিনমাফিক দু'দিন বাদেই সেই ইংরেজির ফার্স্ট পেপার-সেকেন্ড পেপার। মেয়েটা আবার পরীক্ষার মুখোমুখি হলেই ভয়ে কাঁপতে থাকে অকারণে। তাছাড়া এতটা পথ এসে এক পলকের জন্যও তাকে একবার দেখবে না? না দেখেই চলে যাবে? তা কি কখনো হয়?

এখানে আসার প্রথমদিনই প্রথম আলাপেই তাকে মনে ধরেছিল রণিতার। 'লিংকেজ' নামের দোকানটায় সেদিন বিকেলে সে-ই একা ছিল হাজির। অফিস কলিগ কবিতার দেওয়া পথনির্দেশ মেনে নাকতলায় নির্দিষ্ট বাসস্টপে নেমে কবিতার পিশতুতোবোন দীপাদের বাড়ির ঠিকানা লেখা চিরকুটটা হাতে নিয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল সে। কতো নম্বর খুঁজছেন? প্রবীরের ঐ পুষালী গলার স্বর অনুরণিত হয়েছিল রণিতার বুকের গভীরে। অনেক জন্মের চেনা লাগে যেন এ কণ্ঠস্বরটি! টেনে টেনে, খুঁড়িয়ে দু'চারপা ফেলেই থমকে যায় রণিতা। ঐতো তাকে দেখা যাচ্ছে। কাঁচেঘেরা ঘরটার ভেতর ঋজু টানট

ান চেহারায়, ফর্সা গালে একমুখ চাপদাড়ি, সে কম্পিউটার কী-বোর্ডের ওপর আঙ্গুলগুলোকে স্থির করে তার দিকেই এখন অপলক চেয়ে আছে। যেন রণিতার মনের পাতাগুলি সে পড়ছে আঙ্গুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে। আজ আবার দস্যুটা একটা গাঢ় নীল রঙের দাণ শার্ট পড়েছে। গত পরশু একটা রাউন্ডনেক পোড়া মেনরঙের দুর্ধর্ষ গেঞ্জী পড়েছিল। মনের ভেতর অ াবারও সমুদ্রের দোলা টের পায় রণিতা। কী করছে ও একমনে ঐ কী-বোর্ডের ওপর?

কী বোর্ডের সমস্ত অক্ষরমালা পরপর সারিবদ্ধ থমকে থাকে। নিশ্চল 'মাউস'। টুপ করে বুকের একফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামে প্রবীরের। আজ কী একটা যেন হয়েছে ওর। পায়ে কি সহসা চোট পেল বাস থেকে নামতে গিয়ে? ঠোঁটজোড়া এত শুকনো লাগছে কেন? এই কাঁচের ঘর ছেড়ে একবার বাইরে রাস্তায় নেমে এসে সে দাঁড়াবে কি ওর মুখোমুখি? না, তা কী করে হয়? এই স্বপ্নের মতো মুহূর্তগুলিই তো এখন তার এই আধা বেকার জীবনের সোম, বুধ, শুক্রের সন্ধ্যাগুলিকে মোহময় করে রাখে। একে নষ্ট হতে দেবে কী করে প্রবীর? চাকরি পাওয়ার বয়ঃসীমার প্রান্তে পৌঁছে আজও বেকার সে কী করে মুখোমুখি হবে স্বাবলম্বী একটি মেয়ের? গত বুধবার সন্ধেবেলায় বাসস্টপে নামতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কিতে ওর হাত থেকে বুকে চেপে ধরা একটা ফাইল পড়ে গিয়েছিল ফুটের ওপর। কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল চারিদিকে। সবই অফিসপত্র সংক্রান্ত কাগজ। একটা একটা করে তা হাতে তুলে দিতে গিয়ে পর পর দু'বার আঙ্গুলে আঙ্গুল লেগেছিল ওদের। গলির মুখে চলে যাওয়ার সময় সেদিন তারপর ওভাবে হঠাৎ মুখটিপে হাসলো কেন সে? ছুটে গিয়ে গায়ে পড়ে ভাব করতে য াওয়া নিয়ে বিদ্রুপ করলো না তো? বাসস্টপে, সে সময় সত্যি আরও তো কতো লোক ছিল। কৈ? আর কেউ তো ওভ াবে যায়নি।

পা টেনে টেনে মাথা নিচু করে এখন সে তাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে শ্লথগতিতে। ভারী সংকোচে মাটিতে মিশে যাচ্ছে সে, ক ারণ, তাঁর বাঁ পায়ের চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে, লক্ষ করে প্রবীর। চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, ও কী করে তবে ঐ চটি পরে গলিরভেতর এতটা পথ হেঁটে যাবে? কী করে ফিরে যাবে বাড়ি অব্দি অতটা পথ? ওকে আমার সাহায্য করা উচিত। আমি তো মনে মনেভালবাসি ওকে। কাঁচের ঘর থেকে ছুটে বাইরে এসে প্রবীর লক্ষ্য করে, একটু একটু করে অনেকটা চলে গেছে সে এগিয়ে। যেতে যেতে একবার যেন মনে হল পেছন ফিরে এক পলক দেখলও তাকে। চেঁচিয়ে পেছন থেকে তাকে ডাকতে সংকোচ হয় প্রবীরের। য়দি 'টিজিং' মনে করে, তবে?

রাস্তার ধারে এই ছোট্ট দোকান আজ শহর কলকাতার অলিতে গলিতে। ওরা চারজন কাজ করে এখানে। ভেতরের দিকে জেরক্স মেশিনে তমাল। ক্যুরিয়র চিঠির লেনদেনে দেবাঞ্জন। এস. টি.ডি. বুথে নীলোৎপল। আর কম্পিউটার কী-বোর্ড, প্রিন্টারে সে, প্রবীর।

কিছু আগেই কম্পিউটার কী-বোর্ডের সমস্ত অক্ষরমালা যেন হিমেল হাওয়ায় কাশফুলের মতো দোলা দিয়ে উঠেছিল। আসলে, দোলা লাগে বারবার সারাটা মন জুড়ে প্রবীরের ঐ দুটি চোখে চোখ পড়তেই। এমন তো আগে কখনো হয়নি ত ার জীবনে।কিশোর বয়স থেকে আজওঅব্দি সুশ্রী, দীঘলকান্তি সে প্রশ্রয় দেখেছে, আমন্ত্রণ দেখেছে বার বালিকা থেকে যুবতীর আয়ত অথবা চটুল চাহনিতে। অনায়াসে সে প্রলোভন সে কাটিয়ে উঠেছে, কখনো তৎক্ষণাৎ, কখনো বা দু'দিন ব াদেই। অথচ এ দু'টি চোখ যেন বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসে, হাত ধরে নিয়ে যায় স্মৃতি-বিস্মৃতির সরণীতে। আপ াতত প্রোগ্রাম কিছু 'ফীড' করা নেই কম্পিউটার স্ক্রীনে, শুধু পাওয়ার 'অন' করা। সারাটা স্ক্রীন জুড়ে একটা ভৌতিক বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে আকাশের বুকে চাঁদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গড়িয়ে যাওয়া। ডালে বসা শিকারী পেঁচা। মাটিতে ভয় ার্ত ইঁদুরের দৌড়। চুপচাপ বসে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে একটা ছেঁড়া চটি আর তাকে ঘিরে মল পরা একটি মেয়েলী প ায়ের পাতার জ্যামিতি ফিরে ফিরে সংকেত পাঠায় প্রবীরের মগজের তন্ত্রীতে। ভাবনার ময়ূরপঙ্খীতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একরাশ আলোর ঝলকানিতে যেন হাউই হয়ে ওঠে তার মন। এইতো! পাওয়া গেছে প্রথম আলাপচারিতার সুবর্ণ সুযে াগ!

টেলিফোন নেটওয়ার্কে গোলমাল সকাল থেকে, তাই পি. সি. ও. বন্ধ। নীলোৎপল আজ তাই ভেতরে হাত লাগিয়েছে তম ালের সাথে জেরক্স মেশিনে। ক্যুরিয়র চিঠির শেষ বাছাই পর্বে দেবাঞ্জন। ওকেই ডেকে বলে প্রবীর, দেবু, আমি একটু অ াসছি দশ মিনিটের জন্য। কাস্টমার এলে বলবি, আজ আর কোন কাজ হবে না।

— কেন বস?

এ প্রশ্নের আর কোন জবাব দেয় না প্রবীর। এখন তাকে ছুটতে হবে চৌমাথায়। দু'মিনিটের পথ, তবু, পৌনে আটটা প্রায় বাজে। লোটনভাই চলে যায়নি তো? এই মহল্লায় চটি-জুতোর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারে লোটন বিনা গতি নাই। অকুস্থলে পৌঁছে দেখা যায় বট গাছতলায় লোটনমুচি কর্পোরেশনের জঞ্জাল গাড়ির চালক বাবুলালের সঙ্গে মাটির ছিলিমে তামাক সাজতে ব্যস্ত। যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নিয়েছে একপাশে। তাকে আটকায় প্রবীর।

— আর কতক্ষণ আছো লোটনভাই?

— আভি চলা যায় গা, বাবু। আধা ঘন্টা আউর।

— আরে না ইয়ার, আজ পুরা একঘন্টা খনা পড়েগা। মেরা একঠো বহুৎ আর্জেন্ট কাম হ্যায়। ই পাঁচ পাইয়া রাখ দো অ্যাডভান্স। পুরিয়া লাগাও আউর একঠো জমকে। এক ঘন্টাকো বিচ ম্যায় আপস আ যাউঙ্গা। কেয়া খেগা না?

— আপকো যেইসা মর্জি, বাবু!

আলো-আঁধারীতে এ সময় লোটনকে দেবদূত বলে মনে হয় প্রবীরের। যুগ যুগ জীও লোটন! ঈশ্বর একদিন তোমাকে সৃষ্টি করেছে আজকের এই 'সেতুবন্ধন'-এর জন্য। আমাদের ভালবাসার 'সেতুবন্ধন' হবে তুমি। বহু আকাঙ্খিতার সাথে পরিচয়ের পথ আবিষ্কারে উচছ্বল হয়ে ওঠে প্রবীর। আর, এটুকু সাহস সে তো দেখাতেই পারে, নিঃসংকোচে, এখনও তার নাম না জানলেও। ঐ অচেনা অথচ মনে হয় বহু যুগ ধরে চেনা পাখিটির চোখে সে তো ক্ষণিকের প্রশ্রয় আজও দেখেছে। কিন্তু কে জানে, ওর আবার কোনো প্রেমিক নেই তো? চটি সারানোর অজুহাতে আলাপ করতে গেলে হয়তো পাত্তাই দিল না। শুকনো 'থ্যাংস্' বলে হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। হয়তো বললো, আপনি ভুল করছেন। যা ভাবছেন, ব্যাপারটা তা নয়। কী হবে তবে? পরমুহুর্তেই ভাবে প্রবীর, ধূস! সে তখন দেখা যাবে। এখন ঝড়ের গতিতে ফিরে গিয়ে হাতের কাজ সারতে হবে তাকে।

আজ যেন বারবার এসে জোর ক'রে ছুঁয়ে দিচ্ছে তাকে ঐ অসভ্যটা। 'কাজ ছেড়ে উঠে এসে দেখছিল আবার ছেঁড়াচটিতে কেমন লেংচে চলছি। দেবো একটা ঘুষি বুকের ওপর, তখন বুঝবে! সেদিন ইচ্ছে করে ফাইলটা ফেলে দিয়ে আঙুলে আঙুলে ছুঁয়েছিলাম, কিচ্ছু বোঝেনি বুদ্ধটা? আরে বাবা, মেয়েরা কখনো এর চেয়ে আগে বাড়ে নাকি? প্রবীরের অপলক মায়াবী চোখের পাতাদু'টো কেন জানি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না আজ রণিতা। 'দড়ি দিয়ে কষে দু'হাত যখন পিছমোড়া করে বাঁধবো না, তখন বুঝবে!' ছাত্রী দীপাকে একটা 'লেংদী' প্রশ্নের জবাব লিখতে দিয়ে মনে মনে কথাগুলি ভাবে রণিতা। 'বুঝেছি, বাঁধা ধরা কোনো চাকরি নেই, তাই হয়তো লজ্জা পাচ্ছে নিজে থেকে ভাব করতে। ওদিকে ইচ্ছে আছে ষোলো আনা। আরে তাতে হয়েছেটা কী? কুছ পরোয়া নেহী! বাঁদী হাজির! বলিয়ে, কেয়া সেবা চাইয়ে? আমার প্রাইভেট ফার্মের রিসেপ্সনিস্টের চাকরি আর এই গোটা দুই টিউশনী। তোমার টরেটক্কা কম্পিউটার কী বোর্ড। আমার দেহ, মণ, প্রাণ। তোমার দস্যিপনা।'

ঠোঁটে অজান্তে আঙুল রাখে রণিতা। টের পায়, একা একাই সে হাসছে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে। 'আচছা বাবা, ঠিক আছে। আমিই না হয় আরও একবার এগোবো। এবং আজই। আর এবার সত্যি সত্যি না বুঝলে, কাট্টি! চিরদিনের মতো। আর ফিরেও তাকাবো না।' একটা দুষ্টু বুদ্ধি 'উপায়' হয়ে মাথায় ঝিলিক মারে রণিতার। দীপাকে জিজ্ঞাসা করে তার অঙ্কের খাতা থেকে একটা সাদা ফুল স্কেপ কাগজ ছেঁড়ে সে। তারপর গোটা অক্ষরে লিখতে থাকে, 'টু দা জেনারেল ম্যানেজার, রেইন বো ফার্মাসিউটিকাল লিমিটেডস, সেভেনটিন বাই সি, বি. আর. সরকার লেন, ক্যালকাটা, স্যার উইথ ডিউ রেসপেক্ট দিজ ইজ টু ইনফর্ম ইউ.....'

বেশ গুছিয়ে মিছিমিছি একটা রেজিগ্নেশান লেটার ড্রাফটিং করে রণিতা। এই চিঠিটা নিয়ে এবার সে যাবে ঐ 'লিংকেজ' নামের দোকানটায়, যেখানে গচ্ছিত আছে প্রাণ-মন। খুব সিরিয়াস ভাবেই যাবে, যেন এই চিঠিটাই টাইপ করাতে এসেছে সে। চাকরিহীন একজন যুবক চোখের সামনে একজনকে প্রায় অকারণেই চাকরি ছেড়ে দিতে উদ্যত দেখে নির্ঘাৎ চমকিত হবে। তাছাড়া তার নাম যে রণিতা, রণিতা বাসু তাও ওকে জানিয়ে দেওয়ার দরকার। এরপর নির্ঘাৎ ঘাড় গুঁজে পুতুলের মতো শুধু অক্ষর বিন্যাশইকরে যাবে না মানুষটা। একটা না একটা কথা বলবেই। তবেই তো শু পথচলা। কিন্তু খুব দ্রুত আজ এখান থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে কোন কাজের বাহানায়। যদি কোন কারণে তাড়াতাড়ি বন্ধহয়ে যায় দোকানটা! প্রয়োজনে কাল আবার আসা যাবে পড়াতে। আর সত্যি যদি 'ভাব' হয় আজ, তবে শুধু কাল কেন, রোজই। রে

াজই তো তখন আসতে হবে তাকে। দুষ্টু প্রজাপতির মত মন আজ রণিতার। গাঢ় নীল রঙের শার্টে ভারী অ্যাট্রকটিভ ল াগছে আজ ওকে। ভীষণ লোভনীয়! কিন্তু পায়ের এই ছেঁড়া চটি? বিষন্নতায়ডুবে যেতে যেতে এক ফুৎকারে তা উড়িয়ে দেয় রণিতা, 'হাঃ ইজ্ ইট্ এ প্রবলেম? চটি একটা হলেই হলো।!' দীপার মা সুজাতা আন্টির একটা পুরনো চপ্পল চটপট একদিনের জন্য ধার করে রণিতা। কাল এসে পাল্টাপাল্টি করা যাবে। দীপা বলছে, কাল সকালেই ছেঁড়া চটিটা ও সারিয়ে রাখবে। অতএব, চিন্তা কী?

ফিরে এসেই ঝড়ের গতিতে সব কাজ শেষ করে ফেলে প্রবীর, তারপর টেবিলের মেশিন পত্রের সুইচ্ 'অফ' করে কম্পিউট ারে ঢাকনা পড়িয়ে এখন পথের ওপর দাঁড়িয়ে স্বপ্নজাল বুনতে থাকে সে। 'মাপ করবেন, আপনাকে আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি? এখানেই কাছে একজন মুচি আছে ....' কথাটা আরও একবার মনে মনে আওড়ায় প্রবীর। ঐ তো দূরে তার আকাশী ওড়নার মেঘ ভেসে আসছে। পঞ্চান্ন মিনিট হয়েছে সবে, লোটন নির্ঘাৎ এখনও তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে গাছতলায়।

সবকিছুই পরিকল্পনামতো। তবু, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দূর থেকেই রণিতার সব আকাঙ্খার, পরিকল্পনার সৌধ চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ে মাটিতে। ঝাঁপ বন্ধ হয়নি 'লিংকেজ'-এ। কিন্তু কাজ শেষে সব মেশিনপত্র বন্ধ করে প্রিয় মানুষটা বেড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। একা একা সিগারেট খাচ্ছে মোড়ের মাথায়। অপেক্ষা করছে হয়তো কারও জন্য। হয়তো কোনো ভালে াবাসার মানুষের জন্যই। সে এলে পর হয়তো একসাথে চলে যাবে দু'জনায়। চোখের কোলে বাষ্প জমে ওঠে রণিতার। কী হবে তবে আর এই স্বপ্নবহ কাগজটায়। হাতের মুঠোয় চাকরি ছাড়ার মিথ্যা দরখাস্তটা হতাশায় দুমড়ে ফেলে সে। একই সাথে সারাটা পৃথিবী ভেঙে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে প্রবীরেরও। ফটফট চটির শব্দ তুলে ঐ তো সে ফিরে আসছে। কিন্তু পায়ে কোথায় সেই ছেঁড়া চটি? ঐ চটিজোড়া অহংকারী সে হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে কোথাও। যা ঘিরে কতো স্বপ্ন ছিল প্রবীরের কিছু আগেও।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com